প্রথম আলো

তারিখ 19-JUL 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

চট্টগ্রামের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফল নিয়ে শতাধিক আপত্তি

কাফকো স্কুলের শীর্ষ ক্রমিকধারী চার ছাত্রী 'ফেল'

শরিফুল ইসলাম হাসান

চট্টগ্রামের আনোয়ারার কাফকো স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০০৭ সালে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল চার ছাত্রী সুমাইয়া আরেফিন, নুসরাত জাহান, যাঈনা রাদিয়াহ হক ও নুযহাত আনজুম। এ বছরের মার্চে ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল, ক্লাসের শীর্ষ ক্রমিকধারী এ চার ছাত্রীর কেউই বৃত্তি পায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এ ধরনের শতাধিক আপত্তি চট্টগ্রামের শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা পড়েছে। তবে অধিদপ্তরের উপপরিচালক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এবার এ বিষয়ে তাঁদের করার কিছু নেই। ভবিষ্যতে দেখবেন।

কাফকো স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মজিদ বলেন, একসঙ্গে চার মেধাবী ছাত্রীর বৃত্তি না পাওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক। তাই তাঁরা চট্টগ্রামের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তরে গিয়ে আবেদন করে নম্বরপত্র দেখেন। তাতে দেখা যায়, এই চার ছাত্রী অঙ্কে ১০০-এর মধ্যে ৯৬ থেকে ৯৮, ইংরেজি ও বাংলায় ৮০ নম্বরের ওপরে, বিজ্ঞানে ৫০-এর মধ্যে ৪০, ৩৬, ৪০ ও ৪৪ পেয়েছে। তবে চার ছাত্রীই সামাজিক বিজ্ঞানে ৫০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে যথাক্রমে ১১, ০৯, ১০ ও ১৪। এ বিষয়ে পাস না করায় তাদের কেউই বৃত্তি পায়নি।

অধ্যক্ষ আবদুল মজিদ বলেন, 'যে ছাত্রীরা অঙ্কে ৯৬ পায়, বাংলায় ৮০ পায়, বিজ্ঞানে ৫০-এ ৪৪ পায়, সেই ছাত্রীরা সামাজিক বিজ্ঞানে কী করে ৯, ১০ করে নম্বর পায়? এই চারজনই অষ্টম শ্রেণীর শীর্ষ চার ছাত্রী। এই চারজনের সামাজিক বিজ্ঞানের খাতা ও সেই খাতার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হোক, আমরা এটাই চাই।'

অধ্যক্ষ ও ছাত্রীদের অভিভাবকদের আশঙ্কা, চার ছাত্রীর খাতা বদলে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করার জন্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামের শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুস সাত্তারের কাছে ধরনা দিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হলে বৃত্তি পরীক্ষায় অনিয়ম বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকবে।

বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে চট্টগ্রাম শিক্ষা অধিদপ্তরে এ রকম শতাধিক আপত্তি জমা পড়েছে। অধ্যক্ষ মজিদ উপপরিচালককে বলেছেন, তাঁদের চার ছাত্রীর খাতা পুনর্মূল্যায়নের টাকা তাঁরা দেবেন। তবুও ঘটনার তদন্ত হোক। কাফকো স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার হোসেইন জামিল বলেন, কাফকো স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকেরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুস সাত্তারকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছেন। উপপরিচালক আবদুস সাত্তার বলেন, তাঁদের কাছে এমন শতাধিক আপত্তি জমা আছে। কিন্তু আরেকবার খাতা দেখার সুযোগ নেই। নম্বরের যোগেও কোনো ভুল হয়নি। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা খাতা দেখেছেন। তবে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের সমস্যা না হয়, সে ব্যাপারে তাঁরা দৃষ্টি দেবেন।